04 AUG 1988
তারিখ ... 4 ... 1
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

034

পরীক্ষা যথাসময়ে নেয়া হোক

বেশ কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬ সালের (কোর্স পদ্ধতি) অনার্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষার সময়সূচী দেয়া হয়েছে। ২২শে আগষ্ট থেকে তা আরম্ভ হবে। কলা অনুষদের পরীক্ষা আরম্ভ হবে ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে। তবে এই অনুষদের পরীক্ষার সময়সূচী এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার তারিখ শুনেই একদল ছাত্র পরীক্ষা পিছানোর জন্য দাবী করে আসছে। একথা সকলেই জানেন, যেসব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা পিছানোর জন্য আন্দোলন করে তারা সব সময়ই পরীক্ষা পিছানোর পক্ষে থাকে। ৩ বছরের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা ৫ বছর পর আরম্ভ হবার তারিখ ঘোষণার পরও যদি ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার তারিখ পিছানোর দাবী করে, তার চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কি হতে পারে? আমরা ১৯৮৬ সালের অনার্স পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে। এমনিতেই বিভিন্ন কারণে অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্য আমরা ২টি বছর পিছিয়ে আছি, তারপরও যদি পরীক্ষার তারিখ আবার পিছানো হয় তবে হয়ত বা পরীক্ষা ১৯৮৯ সালে চলে যাবে। যার ফলে আমাদের অনেকের চাকরির বয়স হারাতে হবে। আমরা নিরীহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের পরীক্ষার তারিখ আর না পিছিয়ে যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়া হোক।

মহিবর রহমান
অনার্স পরীক্ষার্থী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পুস্তকে এঁদের কবিতা নেই কেন?

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক 'বাংলা সাহিত্য (সংকলন) গদ্য পদ্য' (আগষ্ট, ১৯৮৭ সংস্করণ)-এর পদ্যাংশে ২৩ জন কবির মোট ২৬টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু, বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃত কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা কোন কবিতাই উক্ত পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (সিলেবাসে তো দূরের কথা)। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া বাংলা কবিতা সাহিত্য অপূর্ণই থেকে যায়। আর জীবনানন্দ দাশের কবিতা যে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ তা, বলাই বাহুল্য। অথচ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তার কবিতা কেন অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এছাড়া বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার প্রথিত যশা কবি আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান এবং শামসুর রাহমান-এর লেখা কোন কবিতাও উক্ত বই-এ নেই। এসব প্রখ্যাত কবির কবিতা সাহিত্য বই-এ না থাকায় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা সম্বন্ধে অপরিচিতই থেকে যাচ্ছে। উক্ত পুস্তকে সাম্প্রতিক কবিতারও অভাব খুবই প্রকট।

এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড প্রকাশিত নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য পত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য কবিতা সংগ্রহ বই দুটোতে জীবনানন্দ দাশ, আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রাহমান এবং শামসুর রাহমান-এর লেখা কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট উপরোক্ত চার প্রখ্যাত কবির কবিতা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর 'বাংলা সাহিত্য পুস্তকে'' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

আবদুল মোহাইমেন পল্লব
সরিষাবাড়ী টাউন, জামালপুর-২০৫০।